প্রকাশকের কথা

সাহিত্য জগতে একটা মৌলিক সংকট আছে; যা আমরা অসচেতনভাবে উপেক্ষা করছি। বিশেষ করে ইসলামি সাহিত্যে এই সংকটটি প্রকট। নন-ফিকশন ইসলামি সাহিত্যে লেখক-প্রকাশকরা বরাবরই উচ্চমার্গের বুদ্ধিবৃত্তিক লেখালেখিকে ধারণ করেন। সমাজের উচ্চশিক্ষিত এলিট শ্রেণিকে টার্গেট করে লেখকগণ সাহিত্য রচনা করেন। প্রকাশকরাও এই চিন্তা-কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন। খেয়াল করে দেখুন, ইসলামি সাহিত্যে এ পর্যন্ত যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই এই বিশেষ শ্রেণির পাঠকদের লক্ষ্য করে নির্মিত। সকল শ্রেণি-পেশার পাঠকদের বোধগম্য ভাষায় আমরা ইসলামি সাহিত্য তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছি। সমাজের এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষাকে যতটা সহজ ও প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করা জরুরি ছিল, বাস্তবে তা আমরা পারিনি।

প্রায়শই বলি, ইসলামি সাহিত্য তথ্য-জ্ঞানে ভরপুর; কিন্তু এর উপস্থাপনা খুবই প্রথাগত, নিরস ও অগোছালো। উপস্থাপনার গলদে ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়নে পরিতৃপ্তি আসে না। ইসলামের প্রাণসত্তার পাঠ যত বেশি জীবনঘনিষ্ঠ করা যাবে, পাঠকগণ তত বেশি হৃদয়াঙ্গম করতে পারবেন এবং নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবেন। ইসলামি জীবনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে জীবন সমস্যার অনুপম সমাধান; তাই এর উপস্থাপনাও যথাসম্ভব জীবনমুখী হওয়া উচিত।

বাংলা ইসলামি সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখিকা মুহতারামা মাসুদা সুলতানা রুমী এই সংকট মোকাবিলায় সচেতনভাবেই কলম হাতে তুলে নিয়েছেন। জীবনঘনিষ্ঠ কথামালাকে অনুপম ভাষায় জীবনের রং মেখে দিয়েছেন। লেখিকার বই পড়ে পাঠক অনুভব করতে পারেন, এ তো তারই জীবনের গল্প! সহজ কথাকে সহজে বলার অসাধারণ গুণ সবার থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ, রুমী আপা সেই গুণে গুণান্বিত। ইতোমধ্যেই তিনি সব শ্রেণি-পেশার পাঠকদের হৃদয়ে বিশ্বাসী লেখিকা হিসেবে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন।

লেখিকার কথা

আমার লেখালেখি জীবনের শুরুতে ইসলামি দাওয়াহর একজন মুরব্বি বললেন, 'রুমী, তুমি বই লিখলে চেষ্টা করবে ৩৫-৪০ পৃষ্ঠার ভেতর শেষ করতে। এতে তোমার চিন্তা-ভাবনা একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। বেশি দামের মোটা বই কেনার মতো পাঠকের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের উদ্দেশ্য মোটা মোটা বই লেখা নয়; বরং আদর্শ ও চিন্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া।' তখন থেকেই আমার ভেতরে অন্যরকম একটা অভ্যাসের সৃষ্টি হলো। লেখা শুরু করলেই ৩০-৩৫ পৃষ্ঠার ভেতরে সমাপ্তি চলে আসতে লাগল। এভাবেই বাজারে চলে আসে ছোটো ছোটো আকারে বেশ কিছু বই। পাঠকদের মধ্যে বইগুলো নিয়ে যখন উচ্ছ্বাসের আমেজ দেখি, তখন ভীষণ ভালো লাগে। ইসলামি সাহিত্যাঙ্গনের এই বিশাল জগতে ক্ষুদ্র মানুষ হয়েও একটু জায়গা পেয়েছি, ভাবতেই চোখ দুটো ভিজে ওঠে।

বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্য নিয়ে বেশকিছু কাজ হয়েছে, হচ্ছে। এটা খুশির ব্যাপার। একইসঙ্গে উদ্‌বেগের ব্যাপার হলো, অধিকাংশ ইসলামি সাহিত্যের ভাষাঅলংকার, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন খুবই উচ্চমার্গের; যা সব শ্রেণি-পেশার পাঠকদের বোধগম্য হয়ে উঠে না। জীবনঘনিষ্ঠ সহজ ভাষায় ইসলামি সাহিত্য খুব কমই দৃশ্যমান। স্বপ্ন দেখেছি, বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় জীবনবোধের কথাগুলো তুলে ধরার। কতটুকু পেরেছি জানি না; তবে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না।

দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*-এর তরুণ প্রকাশক স্নেহের নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের আমার বইগুলো নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এটা আমার জন্য অনেক সম্মানের। ছোটো ছোটো কথামালাকে একই বইয়ের মোড়কে দেখতে পারাটা দারুণ আনন্দের ব্যাপার।

সূচিপত্র

ভালোবাসা পেতে হলে	**১৩**
ভালোবাসা কীভাবে পাওয়া যাবে	১৩
ভালোবাসার তদবির	২০
ভেঙে গেল সংসার	২১
মেয়েদের পছন্দের মূল্য	২৩
এই দেশের এক জামিলা	২৫
আজকের প্রয়োজন, আগামীকালের অপ্রয়োজন	২৬
সম্পদের জন্য চরম অন্যায় করা	২৯
ব্যতিক্রমও আছে	৩০
বোনদের সব সম্পত্তি এক ভাইকে দিয়ে দেওয়া	৩২
জালিমকে সহযোগিতা করা	৩৩
আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে অনড় থাকা	৩৪
এই জামানার উম্মে সুলাইম	৩৫
ভালোবাসার কান্না	৪০
শাশুড়ি-বধূর ভালোবাসার অভাব	৪২
ভালোবাসা কি দিবস নির্ভর	**৪৯**
ভ্যালেনটাইনস ডে কী	৫০
খ্রিষ্ট সমাজে বিয়ে করা কেন অপরাধ	৫২
একটি প্রতিবাদ	৫২
প্যারেন্টস ডে	৫৩
বিবাহ সম্পর্কে ইসলামের বিধান	৫৪
মা-বাবা সম্পর্কে ইসলামের বিধান	৫৫
মৃত্যুর পরও তাদের হক আদায় করার নির্দেশ	৫৭

ভালোবাসা দিবস ৫৭
প্রাচীন জাহেলিয়াত ৫৯
নতুন জাহেলিয়াতের আগমন ৬০
বিজাতীয় অনুকরণ ৬১

আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি ৬৭

আমি তোমাকেই ভালোবাসি ৬৭
ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার ৬৮
আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন ৭১
রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ৭১
ভালোবাসার প্রমাণ ৭৬
ভালোবাসার পরীক্ষা ৭৯
ইবলিসের ধোঁকা ৮০
নফল ইবাদত ৮২
নফল নামাজ ৮৪
বারো মাসের নফল ইবাদত ৮৫

নারী-পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক ৯৩

সমাজ সংগঠন ৯৩
নারী-পুরুষের সম্পর্ক ৯৪
নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে মতবিরোধ ৯৫
ইসলামি আইনের ভারসাম্য নীতি ৯৯
স্ত্রীর কাছে স্বামীর আনুগত্য দাবির সীমা ১০১
আখিরাতের সফলতাই আসল সফলতা ১০৩
নারীদের বিষয়ে আরও কিছু কথা ১০৬
হুর গিলমান ১০৭
কার মূল্য বেশি ১০৮
চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা ১১৮
মানুষ কত অসহায় ১১৯
দ্বীনদারি ও দুনিয়াদারি ১২০
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ১২১

সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে ১২৩

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে ১২৩

আমার দেখা সংসারের সুখ-দুঃখ ১২৪

সুখের সংসার ১২৬

সুখী সংসার গঠনে পুরুষের দায়িত্ব ১২৬

নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ১২৯

নারীদের ওপর নির্যাতনের বেশ কয়েকটি কারণ ১৩৪

অশান্তি সৃষ্টিতে মেয়েদের ত্রুটি ১৪৩

মেয়েদের ভালোবাসা ১৫২

মেয়েদের ত্যাগ ১৫৩

আল্লাহর রঙে রঙিন হব ১৫৫

আর এক শ্রেণির মুসলমান ১৫৮

আল-কুরআন একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ ১৫৮

ইসলামবিরোধী নামাজি ১৬১

নামাজি মুশরিক ১৬২

ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে হবে ১৬৮

শুদ্ধ তিলাওয়াত ১৭১

হতে হবে আল্লাহর রঙে রঙিন ১৭২

ভালোবাসা পেতে হলে

ভালোবাসা কীভাবে পাওয়া যাবে

‘তোমাকে বিয়ে দিয়েছি, বিক্রি তো করিনি। সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, মানিয়ে চলার চেষ্টা করবে। তবে একান্তই কেউ যদি তোমাকে বুঝতে না চায়, তাহলে ডোন্ট কেয়ার; তোমাকে জীবনবাজি রেখে সংসার করতে হবে না। যদিও দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করে ত্যাগ ও আপসের ওপর।’

কথাগুলো বলেছিলেন আমার বাবা। যখনই কারও বিয়ের কথা শুনি কিংবা বিয়ের দাওয়াত পাই, তখনই বাবার এই কথাগুলো মনে পড়ে যায়। ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি এসব তিনি আমাকে বলেছিলেন। আমার বিয়ের ঠিক পরের দিন।

কথাগুলো আব্বা যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই আমার জীবনসঙ্গীকে বলেছিলাম। সে হাসি মুখে, খুশি মনে বলেছিল, ‘ঠিক আছে, চলো সেভাবেই চলি।

আলহামদুলিল্লাহ্! আমরা সেভাবেই চলেছি। এত বছর একসঙ্গে চলেছি, কারও বিরুদ্ধে আমাদের কোনো নালিশ ছিল না। পরস্পরের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। ভালোবাসায় পরিপূর্ণ আমাদের সংসার। আর এই ভালোবাসা সংক্রমিত হয়েছে আমাদের সন্তানদের মধ্যে, পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে। এই ত্যাগ ও আপস (Sacrifice & Compromise) শুধু দাম্পত্য জীবনেই নয়; জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একান্ত প্রয়োজন। জীবন চলার পথে পরস্পরের প্রতি যত অসন্তোষ, যত অভিযোগ, তার প্রায় সবটাই এ দুটো জিনিসের অভাব থেকেই জন্ম নেয়। আমাদের নিজেদের সুখ-শান্তি এবং স্বার্থেই এ দুটো গুণ অর্জন করা দরকার। আর এই গুণটিকেই কুরআনের পরিভাষায় বলা হয় ‘ইহসান’।

১৪

বাতিঘর

এটি এমন এক সর্বোত্তম গুণ; যা একজন মুসলিমকে পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুআ শিখিয়েছেন–

> 'রাব্বানা আত্বিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়া ক্বিনা আজাবান্নার– হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়ায় শান্তি দাও এবং আখিরাতেও শান্তি দাও। আর জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।' সূরা আল বাকারা : ২০১

এ দুনিয়ার শান্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এই ত্যাগ ও আপস (Sacrifice & Compromise)-এর ওপর। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় শান্তি পাবে, সে আখিরাতেও শান্তি পাবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কারণ, দুনিয়ায় শান্তি পেতে হলে যে আমলগুলো করতে হয়, সেগুলো সম্পাদন করা আল্লাহ তায়ালারই নির্দেশ; যার মাধ্যমে সে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আর আখিরাতে পাবে পরিপূর্ণ শান্তি।

একবার রাসূল ﷺ বললেন,

> 'এক্ষুনি একজন জান্নাতি লোক আসবে! উপস্থিত সকল সাহাবি অপেক্ষায় থাকলেন, কে আসে তা দেখার জন্য। একটু পরেই এক ব্যক্তি এলেন, যাকে সবাই চেনেন। এভাবে পরপর তিন দিন রাসূল ﷺ ঘোষণা দিলেন, একটু পরেই একজন জান্নাতি লোক আসবে। আর এই তিন দিনই সেই একই ব্যক্তি এলেন। এই জান্নাতের ঘোষণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কী এমন আমল করেন, তা জানার জন্য এক তরুণ সাহাবির মনে খুব কৌতূহল সৃষ্টি হলো। তিনি তখন সেই সাহাবির পাশ ঘেঁষতে লাগলেন।
>
> তিন দিন, তিন রাত তাঁর সাহচর্যে থাকার পরও এমন কোনো বিশেষ আমল তিনি ওই ব্যক্তির মধ্যে খুঁজে পেলেন না, যা তাঁদের থেকে ওই ব্যক্তিকে আলাদা মর্যাদা এনে দিয়েছে। অতঃপর কৌতূহলী সাহাবি ঘোষণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সব জানালেন এবং তাঁর আমল সম্পর্কে জানতে চাইলেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানালেন, "অন্যান্য কাজ তোমরা যা করো, আমি তার চেয়ে বেশি কিছু করি না। কিন্তু আমার দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত হয় এমনভাবে যে, কারও ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই।" কৌতূহলী সাহাবি বললেন, "তাহলে এই আমলই আপনাকে জান্নাতে পৌঁছে দিয়েছে।"' সহিহ বুখারি ও মুসলিম

এই যে আমল, এরই নাম ত্যাগ (Sacrifice)। আমাদের যাপিত জীবনে যত অসন্তোষ আর অশান্তির সৃষ্টি হয়, তা সব সময় বড়ো কোনো বিষয় নিয়ে নয়; বরং ছোটো ছোটো ব্যাপারে ছাড় দিতে না পারার কারণে। দুনিয়াতেই আমরা শান্তি জোগাড় করতে পারি না; তাহলে আখিরাতে কী করে শান্তি হাসিল করব? পরিপূর্ণ মুসলিম হতে হলে ঈমান, ইলম ও আমলের সঙ্গে আমাদের আরও তিনটি গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। ছাড় দেওয়ার মনোভাব, সমঝোতার মনোভাব, পারস্পরিক ভালোবাসা। ব্যাস, এই তিনটি গুণই যথেষ্ট! যদিও তৃতীয় গুণটি থেকেই অপর দুটো গুণের উৎপত্তি। মূল কথা হলো, ভালোবাসাই ইসলাম। ভালোবাসার মাঝেই আছে শান্তি, সম্মান। আখিরাতের মুক্তি ও জান্নাত। রাসূল ﷺ বলেছেন–

> 'তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে। তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে।' সহিহ বুখারি

অতএব, পারস্পরিক ভালোবাসা হলো মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত। আর এই ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য রাসূল ﷺ দুটো আমল করতে বলেছেন–

> 'অধিক পরিমাণে সালামের প্রচলন করো এবং যাকে ভালোবাসো, তাকে ভালোবাসার কথাটি জানাও।' মেশকাত শরিফ

এই ভালোবাসার কথাটা জানানো যে কতটা জরুরি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ঈমানের যেমন তিনটি পর্যায়; অন্তরে বিশ্বাস রাখা, মুখে স্বীকার করা, আর কাজে তার প্রমাণ দেওয়া।

ভালোবাসা ঈমানেরই আরেক নাম। ভালোবাসা অন্তরে জাগতে হবে, মুখে স্বীকার করতে হবে এবং তারপর তা কাজে প্রমাণ দিতে হবে। তাই তো ঈমান আনতে হলে মুখে কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করতে হয়। মুখে উচ্চারণ না করলে তার ঈমান গ্রহণ করাই হয় না। তাই ভালোবাসার কালেমাও মুখে উচ্চারণ করা জরুরি। আর ভালোবাসা এমন এক মূলধন, যা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে বিলি করলে লাভসহ ফিরে আসবেই। এমন অনেক পরিবার আছে যাদের মধ্যে ভালোবাসার খুবই অভাব। এমন অনেক দম্পতি পাওয়া যায়, ৩০-৪০ বছর সংসার করার পরও তারা ভালোবাসার নাগাল পায়নি। তাহলে কীভাবে, কী করে তাদের ছাড় দেওয়ার মনোভাব আসবে? আর সমঝোতার তো প্রশ্নই আসে না।

একবার এক দাওয়াতি মাহফিলে বক্তব্য শেষে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, কারও কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। এক বয়স্ক মহিলা বললেন, 'আপা,